চার্বাক জ্ঞানতত্ত্ব :—

০৪

কোন যুক্তির আশ্রয়ে চার্বাকেরা বলেছেন অনুমান প্রমাণ নয়?

~~চার্বাক জ্ঞানবিদ্যা~~ ভারতীয় দর্শনে চার্বাক সম্প্রদায় কেবল-মাত্র প্রত্যক্ষ প্রমা ও প্রত্যক্ষ প্রমাণ স্বীকার করেন, ইন্দ্রিয়ের দ্বারা লব্ধ যথার্থ অনুভবকে বলে প্রত্যক্ষ প্রমা। যে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অনুভবটি হয় তাকে ঐ প্রমার করণ বা প্রমাণ বলা হয়, চার্বাক ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞান ছাড়া অন্য কোন জ্ঞানকে প্রমা বলে স্বীকার করেন নি। সুতরাং ইন্দ্রিয় ছাড়া অন্য কোন কিছুকেই প্রমাণ বলে মানেন নি, দেখা যাক অন্য প্রমাণ স্বীকার করতে চার্বাকদের আপত্তি কোথায়।

অনুমিতি হতে গেলে হেতু ও সাধ্যের নিয়ত সহচর সম্বন্ধ থাকা প্রয়োজন, একেই বলে ব্যাপ্তির সম্বন্ধ। সহচর সম্বন্ধ হল সমানাধিকরণ বা একই অধিকরণে থাকা রূপ সম্বন্ধ, এই সমানাধিকরণ যদি নিয়ত হয় অর্থাৎ এই সম্বন্ধের যদি ব্যতিক্রম না থাকে—যদি কোন বস্তু ক-এর সকল অধিকরণে কোন খ থাকে তাহলে ক ও খ-এর সমানাধিকরণকে বলে নিয়ত ব্যাপ্তির সম্বন্ধ।

হেতু ও সাধ্যের এই নিয়ত সহচর সম্বন্ধের জ্ঞান থাকলে পরে হেতুর উপস্থিতির জ্ঞান থেকে আমরা সাধ্যকে অনুমান করতে পারি।

চার্বাক বলেন এই ব্যাপ্তিজ্ঞান আমাদের হতেই পারে না, কারণ সর্বকালের, সর্বদেশের ধূম কোন ব্যক্তির প্রত্যক্ষের বিষয় হতে পারে না। এজন্য এমন আশঙ্কা হতে পারে যে কোন ক্ষেত্রে ধূম আছে অথচ বহ্নি নেই এই আশঙ্কার ফলে ধূম ও বহ্নির ব্যাপ্তিজ্ঞান অসম্পূর্ণ হয়ে পড়ে।

তবে চার্বাকেরা পর্বতে ধূম দেখে সেখানে যে আমাদের বহ্নির জ্ঞান হয় তা অস্বীকার করেন না।

এই জ্ঞানকে অস্বীকার করার কোন উপায় নেই, কারণ ~~কোন~~ জ্ঞান ছাড়া প্রবৃত্তি হতে পারে না। চার্বাক বলেন ঐ জ্ঞান কিন্তু অনুমান নয়, একে বলে সম্ভাবনা। সম্ভাবনা একধরনের সংশয়মাত্র, পর্বতে ধূম দেখার ফলে এরূপ সংশয় হয় যে, কী পর্বতে বহ্নি আছে না, নেই, তারপর স্মরণ হয় রান্না ঘরে ধূম আছে, বহ্নি আছে, গোশালায় ধূম আছে, বহ্নিও আছে এই স্মরণের ফলে পর্বতে যে বহ্নির সংশয় আমাদের হয়েছিল সেই সংশয় যে অভাব কোটি অর্থাৎ বহ্নি না থাকা অপেক্ষা ভাবকোটি অর্থাৎ বহ্নি থাকার প্রাধান্য ঘটে। চার্বাকদের মতে, অনুমিতি একধরনের সম্ভাবনা রূপ। জ্ঞানমাত্র এই সম্ভাবনার উপর নির্ভর করে সাধারণ জীবনযাত্রা নির্বাহ হয় ঠিকই। কিন্তু এই জ্ঞানকে প্রমা বলা যায় না, সুতরাং, অনুমিতি প্রমাও নয়, প্রমাণও নয়।

কেউ কেউ বলতে পারেন ধূম ও বহ্নির সহচার আমরা প্রত্যক্ষের দ্বারা জানতে না পারলেও অনুমান করতে পারি। চার্বাক বলেন তা বলা যায় না, কারণ, অনুমান ব্যাপ্তি জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত, দ্বিতীয় ব্যাপ্তি জ্ঞানের জন্য আরেকটি অনুমান কল্পনা করতে হবে। এইভাবে চলতে থাকলে 'অনবস্থা দোষ' হবে।

যদি বলা হয় বিশ্বস্ত ব্যক্তির বাক্য থেকে ব্যাপ্তি জ্ঞান হয় তাহলে সেটিও যুক্তিসঙ্গত হবে না, কারণ কোন ব্যক্তির বিশ্বস্ততা প্রত্যক্ষ করা যায় না, অনুমান করে জানতে হয়। এখন অনুমান অসম্ভব হলে বলে বিশ্বস্ত ব্যক্তির বাক্য থেকে ব্যাপ্তিজ্ঞান হতে পারে না। দেখা গেল যে, অনুমানের ভিত্তি ব্যাপ্তি জ্ঞান এবং এই ব্যাপ্তিজ্ঞান চার্বাক দৃষ্টিকোণ থেকে অসম্ভব, কারণ প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ কোন প্রমাণের দ্বারাই ব্যাপ্তিজ্ঞান হয় না।

ভারতীয় দর্শনে অনেক সম্প্রদায়ই শব্দ প্রমাণ স্বীকার করেন, কোন বিশ্বস্ত ব্যক্তির বাক্য থেকে আমরা যথার্থ

জ্ঞান লাভ করতে পারি, এই জ্ঞানকে বলে শব্দ জ্ঞান, যে বাক্য থেকে শব্দ জ্ঞান হয় সেই বাক্যকে বলে শব্দ প্রমাণ,

চার্বাকেরা এই শব্দ প্রমাণেও বিশ্বাস করেন না কারণ প্রথমতঃ কোন ব্যক্তির বিশ্বস্ততা প্রত্যক্ষের বিষয় নয়, অনুমানের দ্বারা জানতে হয় এবং চার্বাক মতে অনুমান প্রমাণ নয়, দ্বিতীয়তঃ কোন বাক্য থেকে জ্ঞান লাভ করতে হলে যে পদগুলি দ্বারা বাক্যটি গঠিত সেই পদগুলির অর্থ জানতে হবে, কোন পদের সঙ্গে তার অর্থের যে সম্বন্ধ তাকে বলা হয় পদের শক্তি, পদের এই শক্তির জ্ঞান অনুমান সাপেক্ষ, ধরা যাক, কেউ বললেন 'টেবিল নিয়ে এসো' এবং একথা শুনে কেউ 'টেবিল নিয়ে এলো' আবার তিনি বললেন 'টেবিলটি নিয়ে যাও' একথা শুনে 'টেবিলটি নিয়ে গেল', টেবিলের এই ব্যবহার দেখে কোন শিশু অনুমান করে যে 'টেবিল' বলতে একটি বিশেষ আকৃতি বিশিষ্ট বস্তুকে বোঝায়, এইভাবে বাক্যের অন্তর্ভুক্ত পদের শক্তির জ্ঞান গ্রহণ যদি অনুমানের দ্বারা হয় তাহলে ঐ বাক্যকে তার প্রমাণ বলা যায় না,

চার্বাকগণ বেদ বাক্যকে প্রমাণ বলে স্বীকার করেন না, তাদের মতে, বেদ বাক্য উদ্দেশ্য প্রণোদিত ব্রাহ্মণদের সৃষ্টি, ~~[illegible]~~ বেদে যে সকল উপদেশের কথা বলা হয়েছে সে সব উপাদানের ফল তারাই লাভ করে থাকে সেজন্য চার্বাক মতে বেদ যথার্থ জ্ঞান দিতে পারে না,

* (কেউ কেউ বলেন কারণ ও কার্যের সম্বন্ধের উপর ভিত্তি করে, ব্যাপ্তি প্রতিষ্ঠা করা যায়, যেমন, ধূম ও বহ্নির মধ্যে কার্যকারণ সম্বন্ধ আবিষ্কার করে, বহ্নির সঙ্গে ধূমের ব্যাপ্তি সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠা করা যায়, কিন্তু চার্বাক মতে দুটি বস্তুর মধ্যে কার্যকারণ সম্বন্ধ তখনই স্বীকৃত হবে যখন দুটির মধ্যে শর্তনিরহীন নিয়ত সম্বন্ধ থাকবে, প্রত্যক্ষের দ্বারা এই শর্তনিরহীনতা প্রতিষ্ঠা করা যায় না, এমনকি অনুমান ও শব্দের দ্বারা প্রতিষ্ঠা করা যায় না, কারণ সেক্ষেত্রে 'চক্রক দোষ' ঘটতে পারে। সুতরাং চার্বাকদের মতে কার্যকারণ সম্বন্ধ তথা ব্যাপ্তির সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠা করা যায় না,)

(এর পরে ২৬ পৃষ্ঠায়)

চার্বাক জ্ঞানতত্ত্ব

সমালোচনা :—

ভারতীয় দর্শনের অধিকাংশ সম্প্রদায় অনুমানকে প্রমান হিসাবে স্বীকার করেন। সুতরাং তারা চার্বাকদের অনুমান সম্বন্ধীয় মতবাদের তীব্র সমালোচনা করেন, অনুমান প্রমান নয় চার্বাকদের এই মতবাদ অর্থহীন, কেননা প্রত্যক্ষ সকল ক্ষেত্রেই বৈধ হবেই এমন নয়, অনেক ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ জ্ঞান অনুমান দ্বারা অসত্য বলে প্রমানিত হয়, যেমন, আমরা পৃথিবীকে সমতল দেখি, কিন্তু বস্তুতঃ পৃথিবী প্রায় গোলাকার, অথবা আমরা পৃথিবীকে স্থির দেখি কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘুরছে। সুতরাং প্রত্যক্ষের ~~দ্বারা~~ মধ্যেও কিছু অংশে অনুমান নিহিত থাকে, এই অনুমান ভিত্তিক প্রত্যক্ষই প্রমান রূপে বিবেচিত হয়।

অনুমানের বৈধতা অস্বীকার করার ফলে আমাদের চিন্তা ও আলোচনাকে অস্বীকার করা হয়, সকল চিন্তা-আলোচনার স্বীকৃতি ও অস্বীকৃতি অনুমানের সাহায্যে হয়ে থাকে, অতএব প্রত্যক্ষ বৈধ এবং অনুমান অবৈধ - এরূপ বক্তব্য সিদ্ধ নয়, কেননা অনুমানের সাহায্যেই চার্বাকরা অন্যের বক্তব্য বুঝতে পারে এবং নিজের বক্তব্য অন্যকে বোঝাতে পারে।

চার্বাকরা অনুমানের প্রামান্য খণ্ডনেও অনুমানেরই সাহায্য নিয়েছেন, কেননা কয়েকটি ক্ষেত্রে ভ্রান্ত অনুমানের উপর নির্ভর করে চার্বাকগণ ভূত-ভবিষ্যতের সকল অনুমান সম্বন্ধে এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন - এই সিদ্ধান্ত অনুমান-লব্ধ। অতএব, অনুমানের প্রামান্য খণ্ডনে অনুমানকেই স্বীকার করেছেন,

পরলোক, আত্মা, ঈশ্বর প্রভৃতির অলৌকিক বিষয়ের অস্বীকারের ক্ষেত্রেও অনুমানের সাহায্য নিয়েছেন।

যেমন, সকল প্রত্যক্ষের বিষয় হয় অস্তিত্ববান,
কোন অলৌকিক বিষয় নয় প্রত্যক্ষের বিষয় (যথা, পরলোক, আত্মা)
∴ কোন অলৌকিক বিষয় নয় অস্তিত্ববান (যথা, পরলোক, আত্মা)

চার্বাকগণ অনুমানলব্ধ জ্ঞানকে পরোক্ষ জ্ঞান হওয়ার জন্য সংশয় করেছেন, তেমনই জৈনগণ প্রত্যক্ষ জ্ঞানকে অন্য নির্ভর বা ইন্দ্রিয়নির্ভর বলেছেন, অতএব অন্য নির্ভর প্রত্যক্ষ জ্ঞানকে যদি যথার্থ বলা হয় তাহলে অন্য নির্ভর অনুমানলব্ধ জ্ঞানকেও যথার্থ বলতে হবে।

তবে ~~সুশিক্ষিত~~ পরবর্তীকালে সুশিক্ষিত চার্বাকগণ উপলব্ধি করেন যে প্রত্যক্ষের দ্বারা যে জ্ঞান লাভ হয়, ব্যবহারিক ক্ষেত্রে তা অনেক অসুবিধার সৃষ্টি করে, কিন্তু ব্যবহারিক ক্ষেত্রে অনুমানের উপযোগিতা স্বীকার করা হয়, তবে অনুমানের সাহায্যে তার অতীন্দ্রিয় তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করেন না, ব্যবহারিক প্রয়োজনে যেমন পর্বতে ধূম দেখে বহ্নি যে সেখানে আছে - এইরূপ অনুমান লব্ধ যথার্থ জ্ঞান স্বীকার করেন।